কোর্স শিক্ষককে ‘অপমান করে’ পরীক্ষা বন্ধ করলেন সভাপতি

যুগান্তর

কোর্স শিক্ষককে ‘অপমান করে’ পরীক্ষা বন্ধ করলেন সভাপতি

রাবি প্রতিনিধি

০৩ জুন ২০২৪, ২২:৪৪:৩০ | অনলাইন সংস্করণ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ইনকোর্স পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষায় বাধা দেওয়া ও কোর্স শিক্ষককে অপমান করে শ্রেণিকক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিভাগের সভাপতির বিরুদ্ধে। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে কোর্স শিক্ষককে অপমানের ঘটনায় রোববার দুপুরে সভাপতির পদত্যাগ চেয়ে রেজিস্ট্রার বরাবর অভিযোগ দিয়েছে ওই বর্ষের শিক্ষার্থীরা।

তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিভাগের সভাপতি।

অন্যদিকে এর সমাধান না হলে ক্লাস-পরীক্ষা নেবেন না বলে জানিয়েছেন অপমানের শিকার (ভুক্তভোগী) ওই শিক্ষক।

ভুক্তভোগী হলেন সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন এবং অভিযুক্ত শিক্ষক হলেন বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক কবির উদ্দিন হায়দার।

এদিকে একটি সূত্র বলছে, উভয় শিক্ষকের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যের কারণে এ ঝামেলা সৃষ্টি হচ্ছে; যার ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা।

অভিযোগপত্র ও বিভাগের শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রুটিন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের মমতাজ উদ্দিন একাডেমিক ভবনের ১৫৬নং কক্ষে অধ্যাপক তানজিমা জোহরা হাবিবের ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল। তবে ক্লাস প্রতিনিধি অধ্যাপক তানজিমা জোহরা হাবিবের সঙ্গে সমন্বয় করে ওই কক্ষে ইনকোর্স পরীক্ষা নেওয়া যাবে বলে জানান অধ্যাপক এমাজ উদ্দীনকে।

সে অনুযায়ী রোববার দুপুর পৌনে ২টায় ইনকোর্স পরীক্ষা নিচ্ছিলেন অধ্যাপক ড. এমাজ উদ্দিন। পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ পর বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কবির উদ্দিন হায়দার কক্ষে ঢুকে বসে পড়েন এবং ওই কক্ষে তার ক্লাস আছে বলে জানান। এমনকি সেখানেই ক্লাস নেবেন বলে ইনকোর্স পরীক্ষার মাঝে বাধা সৃষ্টি করে পরীক্ষা বন্ধ করে দেন এবং কোর্স শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে খুব খারাপ ব্যবহার করেন।

তারা অভিযোগপত্রে আরও উল্লেখ করেন, এমন ঘটনার জেরে অধ্যাপক ড. এমাজ উদ্দিন আর কোন ক্লাস-পরীক্ষা নেবেন না বলে জানিয়েছেন। করোনা মহামারীর জন্য ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা অনেক পিছিয়ে আছে। এ অবস্থায় এমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি আমাদের জন্য অনেক হুমকিস্বরূপ।

এ সময় শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে কয়েকটি দাবিও জানানো হয়। দাবিগুলো হলো- অধ্যাপক ড. এমাজ উদ্দিনকে অপমান করার জন্য সভাপতিকে ক্ষমা চাইতে হবে অন্যথায় পদত্যাগ করতে হবে, অনতিবিলম্বে ক্লাস-পরীক্ষা চালু, ৪১৪ কোর্সটি থেকে অধ্যাপক ড. কবির উদ্দিন হায়দারের সব সম্পৃক্ততা বাতিল করে নতুন শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়ার দাবি জানান তারা। এছাড়াও ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের একাডেমিক কার্যক্রম থেকে অধ্যাপক ড. কবির উদ্দিন হায়দারের সম্পৃক্ততা বাতিল করতে হবে এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে কোনো শিক্ষার্থীর ফলাফলের ওপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না। এ সময় উক্ত দাবিগুলো মেনে নেওয়ার আগ পর্যন্ত ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করার ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।

বিভাগের একাধিক সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ২২ সেপ্টেম্বর তৎকালীন সভাপতি ড. রবি করিম ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলে ২৫ সেপ্টেম্বর বিভাগের সভাপতির দায়িত্বগ্রহণ করেন অধ্যাপক ড. শেখ কবীর উদ্দীন হায়দার। এরপর থেকে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিভাগের দ্বিবার্ষিক অ্যালামনাই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অ্যালামনাই কমিটি। অ্যালামনাই সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, 'পদাধিকারবলে বিভাগের সভাপতি অ্যালামনাই কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হবেন। তবে এক্ষেত্রে তাকে রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থী হতে হবে।' তবে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন না। তাই শর্ত অনুযায়ী তাকে সাধারণ সম্পাদক না করে কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এ নিয়ে অনুষ্ঠান চলাকালীনই কমিটির সদস্যদের সঙ্গে অধ্যাপক কবির উদ্দিনের কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে এ বিষয় নিয়ে উচ্চবাচ্যও হয়। পরে উপস্থিত সদস্যদের হ্যাঁ-না ভোটে তখনই বিষয়টির মীমাংসা করা হয়। এরপর থেকে বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকদের সঙ্গে তার সম্পর্কে ফাটল ধরে বলে জানা গেছে।

বিষয়ে অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন বলেন, একটা পাবলিক পরীক্ষা চলাকালে স্যারের এ ধরনের কর্মকাণ্ড কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বিভাগের সভাপতি হয়ে দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। আমি চাই প্রশাসন এর তাৎপর্যপূর্ণ সমাধান করুক। এর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আমি কোন ধরনের ক্লাস এবং পরীক্ষা নেব না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সমাজকর্ম বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. কবির উদ্দিন হায়দার বলেন, কে বা কারা কিসের ভিত্তিতে অভিযোগ দিয়েছে আমি জানি না। আমি তাদের পরীক্ষা বন্ধ করিনি বরং তারা নিজেরাই তাদের পরীক্ষা বন্ধ করে আমাকে দায়ী করছে। যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী এর সমাধান করা হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক তারিকুল হাসান বলেন, আমি এ বিষয়ে আমি অবগত নই। জানতে পারলে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেব।

সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৩০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।

Developed by The Daily Jugantor © 2024